যুগান্তর

তারিখ 27 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতি চাই

রাজনীতি— গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। রাজনীতি— ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মুক্তির পক্ষে নিজস্ব মতামত জানানোর অধিকার। আর এই চর্চায় সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ— ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের অতীত ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়— ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কি দেখলাম? ক্যাম্পাসে পা দিয়েই দেখা গেল ছাত্রাবাসের একটি সিটও নেই শিক্ষকদের কাছে। মূল পরিচালক ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রনেতা। একটা সিট পাওয়ার জন্য অনিচ্ছাকৃত মিছিল, মারামারিতে অংশ নেয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া নবীন ছাত্রটিকে। এখানে তার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কই? স্বাধীনভাবে ক্লাস করার, চলাফেরা করার স্বাধীনতা কই?

এবার দেখা যাক, কি ফল পেলাম ছাত্র রাজনীতির। শেসনজট। চার বছরের অনার্স কোর্স শেষ হতে লেগে যায় ন্যূনতম ছয় বছর। কোন কোন ক্ষেত্রে আট-দশ বছর। ক্যাম্পাস বন্ধের মূল কারণই তথাকথিত ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক স্বার্থ। এখানে সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থটা কোথায়? ছাত্রদের সাধারণ দাবি-দাওয়া নিয়ে ক'টি আন্দোলন করেছে ছাত্র সংগঠনগুলো।

খুব লজ্জার সঙ্গে একটা কথা বলতে হয়, আমাদের ছাত্রনেতারা ক'জন ছাত্র। সাধারণ ছাত্রদের চাচা বয়সী, এক যুগ আগেই ছাত্রত্ব শেষ হওয়া, কয়েক বাচ্চার বাবা লোকগুলো আমাদের ছাত্রনেতা? কি বিচিত্র আমাদের এ দেশ? অছাত্র-ছাত্রনেতারা সাধারণ ছাত্রদের চাওয়া-পাওয়া বুঝবে কিভাবে? তাদের মূল লক্ষ্য সিনিয়র নেতাদের অনুগ্রহ, টেন্ডার বাণিজ্য, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, এই আমাদের ছাত্র রাজনীতি। ক্ষমতাসীন দলগুলোর ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনীতি, সাধারণ ছাত্রদের নয়।

এ বলয়ের বাইরে থাকা বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো পোস্টার ও দেয়াল লিখন ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে সাধারণ ছাত্রদের জন্য কতটা করেছে। তবে ছাত্র রাজনীতি কি বন্ধ হওয়া উচিত? আমাদের মতামত, না।

এখানে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমাদের '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ, আশির দশকের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন। স্মরণ করি এসব সংগ্রামের বিরোধী আন্দোলন। স্মরণ করি এসব সংগ্রামের নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রনেতাদের, যাদের স্বপ্ন ছিল সুন্দর স্বাধীন দেশের, যাদের সংগ্রাম ছিল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র রাজনীতি চালু থাকা উচিত। তবে তা

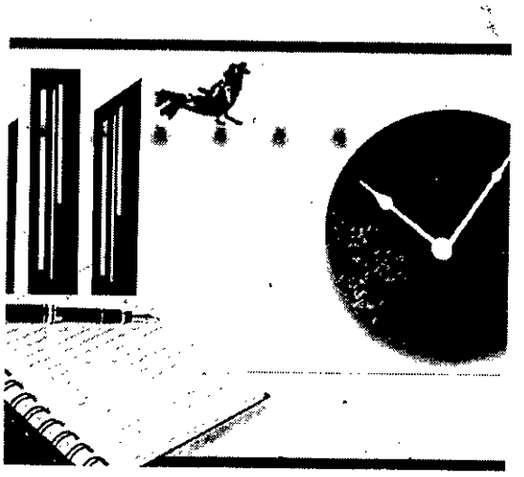

যেন কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন না হয়। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির সংগঠন যেন না হয়।

ছাত্র রাজনীতি চলতে হবে কতগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে, তা পরিচালিত হবে সাধারণ ছাত্রদের কল্যাণে। দেশের প্রয়োজনে।

ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম যাতে নিয়মতান্ত্রিক হয়, এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করতে হবে। সাধারণ ছাত্রদের কাছে সংগঠনগুলোর দায়বদ্ধতা থাকলে ছাত্রদের স্বার্থঘাতী সিদ্ধান্তগুলো নেয়া সহজ হবে না। তাই, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর ছাত্র সংসদগুলো চালু করা যেতে পারে।

দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্ররা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মননশীলতা, প্রগতিশীল চেতনার মাধ্যমে গঠনমূলক রাজনীতির চর্চা করবে— এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

হোসেন মোকাররম, ফারজানা খাতুন, নিহার রঞ্জন সরকার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আনোয়ার পারভেজ, মোঃ নুরুল্লাহ, ফরহাদ আহমেদ
ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হোক

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশের ছাত্র সমাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশেও কি ওই ধারাবাহিকতা প্রশংসার দাবি রাখে? ধন্যবাদ এরশাদ সাহেবকে তিনি ক্ষমতার পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রাণপ্রিয় ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত করেন এবং অপরাপর সব রাজনৈতিক দলকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু কেউ সেদিন তার এই আহ্বানে সাড়া দেননি। প্রধান দুই দলের দুই নেত্রী তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য দেশে সাধারণ ছাত্রদের ব্যবহার করেছে কেউ কখনও তাদের সোনার ছেলে, কেউবা হীরের টুকরো বলে আখ্যায়িত করেছিল। লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি এদেশের ছাত্র সমাজকে নির্ঘাত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। দীর্ঘ ২০ বছর পর হলেও এদেশের সুশীল সমাজ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। শুধু তাই নয়, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছে।

রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় ছাত্র সমাজের তথাকথিত নেতাকর্মীরা তাদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করে নিতে কোন কার্পণ্য করেনি। আর সে কারণেই পুরো ছাত্র সমাজের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। কাগজ, কলম, কালি, বইয়ের মূল্য বৃদ্ধিতে তাদের মাথা গরমের কারণ হয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্যায়ভাবে সাধারণ গরিব ছাত্রদের পকেট কেটে নেয়ার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন হয়নি। ছাত্র সংসদ ও শিক্ষক সিন্ডিকেটের যৌথ ভর্তি বাণিজ্যে ও লুটপাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আজ সে কারণেই দেশের সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের বেতন-ভাতা নেয়া সত্ত্বেও অপকৌশল করে প্রাইভেট ও কোচিংয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানে বাধ্য করা হচ্ছে। দেশে রাজনৈতিক দলের সংস্কার চলছে এটাই মোক্ষম সময় দলীয় রাজনীতি থেকে ছাত্র রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করার কিংবা আপাতত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার। প্রচলিত এই ছাত্র রাজনীতিকে বহাল রেখে কোন রাজনৈতিক সংস্কারই দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। প্রয়োজনে শিক্ষকদের রাজনীতি নিয়েও ভাবতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐকাবদ্ধভাবে এই দুষ্ট ক্ষতের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হবে। পরিশেষে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি ছাত্র রাজনীতির একজন সাবেক সদস্য হিসেবে, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি আর মাথা গরমের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা হোক।

মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইন ফয়সাল
সাবেক নেতা জাতীয় ছাত্র সমাজ